চতুর্থ অধ্যায়

সংকলয়িত্রী কাব্য পরিচয়

চতুর্থ অধ্যায়

সুকনান্নী কাব্য পরিচয়

সুকবি নারায়ণদেবের রচিত মনসামঙ্গলকে অসমীয়াগণ সুকনান্নী বলেন। নারায়ণদেব অসমীয়া কবি বলিয়া অসমবাসীরা দাবী করেন। তাঁহাদের মতে নারায়ণদেব অসমীয়া ভাষাতেই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অসমীয়া গায়েন-এর মুখ হইতে গীত সংগ্রহ করিয়া শ্রীদেব চন্দ্র তালুকদার ১৩৭২ সালে গুয়াহাটী হইতে সুকনান্নী : পদ্মাবতী নাম দিয়া নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন। শ্রীদেবচন্দ্র তালুকদার এই সংস্করণে কোন পুঁথির কথা উল্লেখ করেন নাই। তবে ইহা নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের সম্পূর্ণ সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ।

সুকবি নারায়ণী গীত অসমের গ্রামে গঞ্জে ওজাপালির মুখে সকলে শ্রবণ করে। সুকনান্নী শব্দটি সুকবি নারায়ণীর সংক্ষিপ্ত রূপ। সু কবির 'সু' ক আর নারায়ণীর নান্নী, সমস্ত মিলিয়া সুকনান্নী। কামরূপ অঞ্চলে নরনির স্থানে 'নন্নি', করনির স্থানে 'কন্নি' মারনার স্থানে 'মান্না' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত নান্নীর স্থানে নানী উচ্চারিত হয়। সেই জন্য গ্রন্থের নাম সুকনান্নী দেওয়া হইয়াছে। সুকনান্নী শব্দটি বিশেষণ। সুকনানী গীত বা পদ। কিন্তু "নাহে নাহে পদ বা গীত শব্দটো বাদ দি সুকনানী শুনিব যাঁও এনে ভাবে ব্যবহার করিছে।" [১]

অসমীয়া গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থের পদ, ঘোষা দিয়া অসমের সর্বত্র বিশেষভাবে কামরূপ, মঙ্গলদৈ জিলার সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাৰে পূজা করা আর কয়েক দিন ধরিয়া এই সুকনান্নী পদ গাওয়া বর্তমানেও অসমে প্রচলিত আছে। এমন কি অসমের ছয়গাঁওতে থাকা চন্ডিকা দেবালয় এবং তাহার সন্নিকটবর্তী 'ঘের' ঘরই সাক্ষী প্রদান করে যে বেহুলা (বেহুলা) নদী-দরের ঘটনা অসমেই ঘটিয়াছিল। আবার গ্রন্থকার নারায়ণদেব অসমীয়া ছিলেন বলিয়া অসমীয়াগণের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীগণ এই কাহিনী, সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী-রচয়িতা সমস্তই বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। প্রথমে বাঙ্গালীর দাবীগুলির বর্ণনা করা হইল।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বৃহৎবঙ্গের ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন [২] –
" ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে নারায়ণদেব মগধ হইতে আসিয়া মৈমনসিংহে উপনিবিষ্ট হন । সম্ভবত: মনসা মঙ্গলের উপাখ্যান ভাগ তিনি বেহার অঞ্চল হইতে আনিয়াছিলেন । চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা বেহারী রাজকন্যা ছিলেন । কেহ কেহ বলেন নারায়ণদেব যে মগধের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মগধ গ্রাম । কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে । এইভাবে শতমোন্মুখ মাগধী মহিমা বাঙ্গলায় আসিয়া আশ্রয় লইল ।"

আবার ৪৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, " মনসাদেবী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে হরিদত্তই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি । ইহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এই জন্য ইহাকে সাধারণত: কানা হরিদত্ত বলিয়া ডাকা হইত। অবিসংবাদিত প্রথম বঙ্গীয় কাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন । তাহারও পূর্ব হইতে মনসা দেবীর গান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল । এই বাঙ্গালা দেশের নায়ক নায়িকার কাহিনী শুধু বঙ্গদেশে নহে এক কালে প্রায় সমস্ত আর্যাবর্তে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । মনসা দেবী সম্বন্ধীয় কাব্যের একটি প্রাচীন সংস্করণ পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হইয়া পন্ডিত বিন্দুপ্রসাদ মিশ্র সারস্বত কর্তৃক কাশীর কল্পতরু প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । আর একটি সংস্করণ এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল । আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সদস্য বাবু ভগবতী সহায় এম এ বি এল এবং বাবু বৈদনাথ সিংহ এম এ মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিয়াছি পশ্চিমাঞ্চলের গীত ব্যবসায়ীরা বাঙ্গলা দেশের এই বেহুলার কাহিনী গান করিয়া আর্যাবর্তে সুদূর পশ্চিম প্রান্তেও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে । আমি হিন্দী সংস্করণটি দেখিয়াছি, তাহাতেও চম্পানগরের বণিকরাজ চাঁদসদাগর তাহার রাজ্ঞী ও সাহ সদাগরের কাহিনী ঠিক বাংলা কাব্যগুলির ন্যায় বর্ণিত আছে । এই কাব্যকথা যে বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছে তাহার প্রমাণও ঐ পুস্তকে আছে । অনেক গানের পূর্বে বাঙ্গালা রাগে অথবা ভাটিয়ালী রাগে গান করিতে হইবে এইরূপ নির্দেশ আছে । .... এই মনসাদেবী সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে বহু কাব্য রচিত হইয়াছে । আমি অন্যূন একশত কবির কাব্যও স্বয়ং দেখিয়াছি । তাহা ছাড়াও যে কত মনসা মঙ্গল বঙ্গের নিভৃত নিকেতনে দৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । পরবর্তীকালে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত,

বংশীদাস ও তাহার গুণবতী কন্যা চন্দ্রাবতী, কেতকীদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিরা মনসা মঙ্গলে যে অপূর্ব করুণ রস বহাইয়া দিয়াছেন হিন্দি সংস্করণে তাহার কিছুই নাই ।"

চান্দ সদাগর সম্বন্ধে যে সমস্ত স্থান দাবী করে তাহাদের মতে —

১) চম্পক নগর বর্ধমান জিলায় অবস্থিত । এখানে বেহুলা নামে ছোট একটি নদী আছে ।

২) চম্পক নগর ত্রিপুরায় অবস্থিত ।

৩) দার্জিলিং এর মানুষ মনে করে মনসার ঘটনা রাণী নদীর তীরে ঘটিয়াছিল ।

৪) দিনাজপুরের কান্তনগরের নিকটে সনকা গ্রাম অবস্থিত ছিল । চান্দ-সদাগরের পত্নী সনকার নামে এই নগরের নামকরণ হয় বলিয়া স্থানীয় মানুষ বিশ্বাস করে ।

৫) চম্পা নগর মানভূম জিলায় অবস্থিত ।

৬) বীরভূম জিলায় বেহুলার নামে মেনা হয় । এই মেনা বেহুলার জীবিত অবস্থায় আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া তথাকার মানুষ বিশ্বাস করে ।

৭) চট্টগ্রামে কানুকামারের ঘর ছিল । এই কানু কামার লৌহবাসর (লোহার ঘর) নির্মাণ করিয়াছিল । তথায় চান্দসদাগর নামে একটি সায়র রহিয়াছে ।

৮) আসামের দাবী পরে আলোচনা করা হইল ।

"Narayan Deva - The Manasa Mangal of Narayan Deva is almost popular as that of Vijay Gupta in Eastern Bengal though a greater sanctity is attached to the latter's poem, owing to the preservation of his worship poet in the village temple of Phullari. Narayan Deva belonged to the Kayastha caste. His father was Narasingha Dutta. The ancestors of

the poet were originally inhabitants of Magadha. Lastly they come down to Rada Deca and settled in Mymensing. Some descendants of Narayan Deva still dwell in Boragram being 17th in decent from the poet."

এই সম্পর্কে অসমীয়া গবেষকগণের অভিমত এই যে চান্দ সদাগর ও বেহুলা অসমীয়া ছিলেন এবং সুকনান্নীর রচয়িতা সুকবি নারায়ণদেব যে অসমীয়া ছিলেন ইহা সুনিশ্চিত।

চান্দ সদাগর ও বেহুলার ঘটনা সংস্কৃত পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়।

এতদেব যদা পদ্মভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ
তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়ান্তঃ তৎপাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
পদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রানীহ পঠ্যতে ॥[4]

পাদকল্পের আরম্ভের সময় বিষ্ণুর নাভি হইতে একটি সোনার পদ্ম বিকশিত হইয়াছিল সেই পদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় এবং সেই পদ্মই এই জগৎ আকারে পরিণত হয়। সেই বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া রচিত পুরাণই পদ্মপুরাণ। ইহাতে ৫৫ হাজার শ্লোক আছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড-এর প্রথম অধ্যায়ে আছে — "পদ্মং চ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রানি নিগদ্যতে" (৩২)।

"এই পদ্মপুরাণের আখ্যান বঙ্গদেশে যে কবি যেভাবেই লিখুন এইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃত করিয়া করুণ সুরে সুকবি নারায়ণদেব এবং দুর্গাবর ব্যতীত কেহ লিখিতে পারেন নাই বলিয়া অসমীয়া গবেষকগণ মনে করেন। দুর্গাবর তাঁহার কাব্যে সংক্ষেপে এই আখ্যান বর্ণনা করেন কিন্তু নারায়ণদেব বিস্তৃতভাবে প্রায় ৫৫ হাজার শ্লোকে সুকনান্নী রচনা করেন। বাঙ্গালীগণ নারায়ণদেবকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করিয়াছেন, এমন কি তাহাদের বংশধরকেও বাহির করিয়াছেন। "কিন্তু আচনতে সেইটো ভুল আরু তেনে উলিওয়া বংশ জাল।"[5] ইহা একটি কথার দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়াছেন নারায়ণদেব কায়স্থ ছিলেন। সুতরাং তাহাদের মতে নারায়ণদেবের বংশধর কায়স্থ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নারায়ণদেব যে কায়স্থ ছিলেন না তাঁহার রচিত পদ্যে তাহা বিধৃত

হইয়াছে। সৃষ্টিপাতন খণ্ডে তিনি তাঁহার পদে বলিয়াছেন —

আমি ব্রাহ্মণ জাতি   মুখ হন্তে উৎপতি
ক্ষেত্রি জন্মিলা বাহু হন্তে।
বৈশ্য হৈল উরুস্থলে   শূদ্র হৈল চরণে
চারি জাতি জন্মিল এহি মতে ॥ [6]

সুতরাং রচয়িতা "আমি ব্রাহ্মণ জাতি" বলিয়া লেখায় আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে তিনি কায়স্থ ছিলেন। কায়স্থ কবি বলায় অসমীয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সুকনান্নীর পদে যে অসমীয়া গৃহে ব্যবহৃত ভাষা, ব্যাকরণ রহিয়াছে তাহা পাঠ করা মাত্র ধরা যায়। সামান্য আভাস দিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কদ্রু বোলে বৈনী কিছু না জানাস তুমি।
যেহি রূপে ঘোরা পোট কৈ দিম আমি ॥
এহি বুলি দুই জনে করিলেক সত্য।
কাকো কেয়ে নুটুয়ায়ে আপুন মহত্ত্ব ॥

'বৈনী' আমাদের গ্রামে গঞ্জে বর্তমানেও প্রচলিত। 'কৈ দিম' অসমীয়া শব্দ। না জানস, নটুয়ায়ে — অসমীয়া 'ন' শব্দটি সর্বদা ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যেমন নকরো, নাখাও ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় সর্বদা ক্রিয়ার পরে 'না' ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ময়মনসিংহ অঞ্চলেও এই সমস্ত এইরূপে ব্যবহৃত হয় করিব না, যাইব না ইত্যাদি। কাকো অসমীয়া শব্দ নয় বলিয়া বলা যাইবে না।

মনো নাহত বুঢ়া লিঙ্গ নরপতি
তাহা দেখি আয়াগণে হাসে গরাগরি ॥

আয়া, জিয়ারী শব্দ কন্যা অর্থে কামরূপ অঞ্চলের গ্রামে ব্যবহৃত হয়। "শিবে বোলে শুনহ ধরুয়া ডুমনী। বুঢ়ার গার বল পরিখিলে জানি", "কালি উঠিয়া যাইবো কোচর নগরে, ভিক্ষা করি যত পাঁও ... ইত্যাদি অসমীয়া না হইয়া কি হইতে পারে? তদুপরি কোচর নগরের কথা হইতে বুঝা যায় যে অসমীয়া কবি বিশেষত: কোচবংশী দরঙ্গী রাজার সভাকবি কোচনগরের কথা যে — উল্লেখ করিবেন তাহাতে

সন্দেহ কি ? আদি রাজা বলিনারায়ণ বা ধর্মনারায়ণকে আহোমরাজা প্রতাপ সিংহ দরঙ্গে রাজপাট দিয়া রাজা করিয়াছিলেন । সেই ধর্মনারায়ণ রাজার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নবরত্ন সভা ছিল । সেই সভায় সিদ্ধান্তবাগীশ, কবি রাজ সরস্বতী, বৈদ্যকবি জলতত্ত্ববিদ পন্ডিত চন্দ্রশেখর সাগরখড়ি, জ্যোতিষি কবি রাজবল্লভ মহাজন সূর্যখড়ি, ব্যাস সর্বানন্দ, দ্বিজ নরসিংহ, বেদজ্ঞা সাধনশক্তি সম্পন্না বিদুষী মহিলা পারিজাতী ব্যাসনী, সুকবি নারায়ণদেব আদি পন্ডিতগণ নবরত্ন সভা অলংকৃত করেন ।

নারায়ণদেবের ঘর মঙ্গলদৈর ব্যাসপাড়া গাওঁত বুলি মঙ্গলদৈ নামে কিতাপত শ্রীদীনেশ্বর শর্মাই লিখিছে ।[৭] এই ব্যাসপাড়া মঙ্গলদৈ জেলার লোক্রাই মৌজার অন্তর্গত । আবার কাহারও মতে পাঠাছারকুছির নিকট ব্যাস কুছি নারায়ণদেবের জন্মস্থান ছিল । শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্মা বেহুলার জন্মস্থান মঙ্গলদৈ ছিল বলিয়া বহু প্রমাণ দিয়াছেন । তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী বলা যায় – বর্তমান অম্বাগাঁও মৌজার অন্তর্গত 'কুন্ডর বিল' চা বাগিচার দক্ষিণ দিকে, কিছু দূরে সতী বেহুলাদেবীর পিতৃ শাহে রাজার নগর অবস্থিত ছিল । এই স্থান বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে । জনশ্রুতি আছে তাহাতে অনেক খোদিত শিলামূর্তি ছিল । এই শিলাগুলির কিছু চা বাগিচার কর্তাগণ লইয়া গিয়া বাগিচার কাজে ব্যবহার করিয়াছে । বাকিগুলি অনন্ত-কাল হইতে নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত কল্যানী (কালিন্দী) নদীর বালি চাপা পড়িয়াছে । নগরের মধ্যে নয়টি নির্মল সলিলা প্রস্রবন ছিল, তাহার ছয়টিতে ভুটিয়াগণ গোমাংস ধোয়ায় বন্ধ হয়, বাকি তিনটি এখনও বর্তমান ।

শাহে রাজা বণিক বংশসম্ভূত ছিলেন বলিয়া সুকবি নারায়ণদেবের বাঙ্গালা সংস্করণে পাওয়া যায় । যাহাকে শাহে রাজার নগর বলা হইয়াছে তাহার অনতিদূরে উত্তরদিকে কস্তুরি, মরাচরাই, চাঁয়র, চন্দন ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়া পর্বতরাজি বর্তমান । তথাকার ধনী মানুষ এখনও সেই পার্বত্য সমৃদ্ধির বাণিজ্য করে । পদ্মপুরাণোক্ত চান্দসদাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে চান্দ বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন দুইই করিতেন । তদ্রূপ শাহে রাজাও বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন করিতেন । সম্ভবত: এই পার্বত্য সমৃদ্ধির বাণিজ্য শাহে নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন । চান্দ ছিলেন জলবণিক, আর শাহে ছিলেন স্থল বণিক ।

এই স্থলে পার্বত্য সমৃদ্ধিজাত রাজ্যাধিপতি স্থলবণিক সাহের সহিত জলবণিক চান্দসদাগর মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যে উন্নতির প্রচেষ্টা করা খুবই সম্ভব।

সাহে রাজার নগরের নাম ছিল উজনি। এখনও মঙ্গলদৈর মানুষ উজনি বলিলে সেই অঞ্চলকেই বোঝে, পশ্চিমের উজ্জয়িনী বলিয়া ভাবে না। তদুপরি সুকনান্নীতে উল্লেখ করা সাহে রাজার নগরের নাম উজনিহে, উজ্জয়িনী ছিল না। নারায়ণদেব তাঁহার রচনায় উজনী নগরের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে —

চলে চান্দ সদাগর, উজনি নগর
উত্তরিয়া যায় সাধু বণিয়ার ঘর ॥
কতদূরে চলি গেলা রাজা চন্দ্রধর ।
সম্মুখে দেখিলা গৈ তীর্থ মুক্তেশ্বর ॥
পূর্বপারে বসিলেক রাজা চন্দ্রধর ।
পশ্চিম পারে বেহুলাই করে ব্যবহার ॥

এই উজনির মুক্তেশ্বর তীর্থ এখনও বর্তমান। নিশ্চয় এই উজনি-ই সাহে রাজার নগর ও বেহুলার জন্মস্থান ছিল।

এই নগরের দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল দূরে অম্বাগাঁও মৌজার মধ্যে একটি স্থান আছে — সেই স্থানের মানুষ ঐ স্থানকে "বেহুলার বিয়াখলা" বলে। বিয়াখলার চারিদিকের মাটিতে নিকটবর্তী নব্য খৃষ্টান ও 'কছারী'গণ খেতখামার করে। কিন্তু 'বিয়াখলা' স্থানটি এখনও খেত বা চাষ আবাদ না করিয়া পতিত অবস্থায় রাখিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে সেই মাটিতে আবাদ করিলে মানুষের মৃত্যু হয়। সেই 'বিয়াখলা' স্থানে নয় কুড়ি নয় জোড়া শিলের উনান এখনও সারিবদ্ধভাবে রহিয়াছে। বেহুলা দেবীর বিবাহে ব্রহ্মভোজনে রন্ধন করা উনান বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

সেই স্থানে একপ্রকার গাছ আছে যার ফলগুলি চিড়ার ন্যায়। বেহুলার বিবাহে ব্যবহৃত চিড়া হইতে সেই গাছ জন্মিয়াছে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

বিয়াধনার নিকটে "ডুহর বরি" নামে একটি স্থান আছে। সেই সুশোভিত স্থানে খনন করিলে 'ডুম' এর ন্যায় একপ্রকার বস্তু বাহির হয়। এইগুলি বেহুলার বিবাহের ধানের ডুম বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বিয়াধনার আধ মাইল দূরে উপরোক্ত নগর ও বিয়াধনার মধ্যবর্তী স্থানে এক দেবালয় আছে। এই দেবালয়ের নাম মুক্তেশ্বরী। প্রবাদ আছে এই দেবালয়ের মন্দির শিলা-নির্মিত ছিল। আসামের বড় ভূমিকম্পের সময় পার্শ্ববর্তী নদীতে পড়িয়া লীন হয়। দেবালয়ের নিম্নেই কল্যাণী (কালেন্দ্রী) নদী প্রবাহিতা। দেবালয় উচ্চে অবস্থিত, অথচ নদীর ঘাটের ন্যায় উপরে উঠানামা করা স্থানটিকে মানুষ মুক্তেশ্বরীর ঘাট বলে। কিংবদন্তী আছে এবং নারায়ণদেবও বলিয়াছেন যে এই ঘাটেই সতী বেহুলাকে দেবী পদ্মাবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর বেশে বিধবা হইবার শাপ দিয়াছিলেন। এই মুক্তেশ্বরী দেবালয়ের খড় নির্মিত ঘরে এখনও স্থানীয় মানুষ ৫।৭ দিন ধরিয়া পদ্মাপূজা করে।

এই মুক্তেশ্বরী দেবালয় হইতে ১০০।১৫০ গজ দূরে ২০।২৫ গজ পর পর সেই কল্যাণী নদী হইতে উপরে উঠা-নামা করা কিছু ঘাট আছে। সেখানকার মানুষের বিশ্বাস এইগুলি চান্দসদাগরের ডিঙা বান্ধা ঘাট ছিল।

এই ঘাটের কিছু দূরে রাওণাগড় নামে একটি প্রকাণ্ড গড় আছে। কবি দুর্গাবর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় এই গড় হইতে বরযাত্রী যাত্রা করার কথা লিখিয়াছেন।

যাত্রা করি লখীন্দারে দেশে চলি যায়।
রাওণাগড় মৈদামে গৈ চৌদোল রখায়॥
বুলিতে লাগিলা বেহুলা লখাইর গোচর।
এই খন হাটিবাটি কাহার নগর॥
তুমি তো না জানা বাপা বেহুলারে বাণী।
এইটো রাওণাগড় তাক যাইব চারি॥

অম্বাগাঁও মৌজার মধ্যে এই স্থান হইতে অল্প দূরে বাণিয়াপাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামের নাম হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে এখানে বাণিয়া

জাতি বাস করিত । নারায়ণদেবে পাছে ও চান্দসদাগর উভয়েই বাণিয়া জাতির মানুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে অসমীয়া গবেষকগণ মনে করেন যে বেহুলার জন্মস্থান ছিল মঙ্গলদৈ ।

সরাবাড়ী মৌজার মধ্যদিয়া 'না - ডিঙ্গা' নদী বহিয়া গিয়া 'নৈনে' নদীতে মিলিয়াছে, আবার কিছু দূরে গিয়া 'ঘাগরা' নামে নদীর সহিত মিলিত হইয়া 'বড়নদী'তে মিলিয়াছে । নৈনে, ঘাগরা এবং বড়নদীর মিলনস্থলকে "তিনি মুঁতির মুখ" বলে । ইহার কিছু দূরে "নেতাধারা" নামে একখানি গ্রাম আছে । এই তিনটি নদী মিলিত হইয়া 'বর নদী' নামে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে । ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড়ে কামরূপ জিলার অন্তর্গত 'ছয়গাঁও' নামক গ্রামে 'চরকীয়া' নামক স্থানে লখীন্দারের 'মেরঘর' ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । এই মেরঘরেই পদ্মার প্রেরিত কালী নাগে লখীন্দর-কুমারকে দংশন করিয়াছিল । তথা হইতে বেহুলা মৃত পতিকে ভেলায় তুলিয়া 'কাঞ্জরি সাগর' বা 'কুকুর মুটা' নদী বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র (পুষ্করী সাগর) উজাইয়া আসিয়া ত্রিবেণী ঘাট পাইয়া নেতাকে সঙ্গে লইয়া কৈলাশে গিয়া মহাদেবের শরণ লয় । তারপর শিব সহ দেবপুরী গিয়া নৃত্যে দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়া মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করে । নাও ডিঙ্গ নদীর নাম অনুসারে অনুমান করা যায় যে এই নদীতে নাও ও ডিঙ্গা উভয় চলিত । সেইজন্য নদীর নাম না ডিঙ্গা । চান্দসদাগর ডিঙ্গার সাহায্যে বেপার করিতেন । এই না ডিঙ্গা নদী বাহিয়া উজাইয়া কুলসী নদী বাহিয়া কল্যানী নদীতে পরিয়া সেই নদী দিয়া গিয়া পাছে রাজার সহিত বেপার করার কথা অনুমান করিলে ভুল হইবে না । ... এই 'তিনি মুঁতির মুখকে' সেই সময় ত্রিবেনী ঘাট বলা হইত । এই নাও ডিঙ্গা নদীর পারে গোধা-পাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে । গোধাপাড়ার নিকটে একখানি উচ্চ স্থান আছে, তার নাম গোধার বাড়ি । বেহুলা না ডিঙ্গা নদী দিয়া উজাইয়া গিয়া, কুলসী নদী পাইয়াছিল । তারপর কুলসী নদীর জন্মস্থান হিমালয়ে গিয়া কৈলাশে পৌছায় । তথা হইতে দেবপুরী গিয়াছিল । ... স্বর্গ যে দরং-এর উত্তরে অবস্থিত ছিল দরং শব্দই তার সাক্ষ্য বহন করে । দ্যোয়ারং = দরং (দরঙ্গ) । দ্যো মানে স্বর্গ ; রঙ মানে আনন্দ । দরং মানে স্বর্গের রঙ্গস্থল । সুতরাং দরঙ্গ (মঙ্গলদৈ-এর) উত্তরে

পুর্ণ ; দেবপুরী যে তথায় ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । নারায়ণদেব লিখিয়াছেন যে বেহুলা লখীন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া ভাটীর দিকে আসিবার সময় পিতৃগৃহ প্রবেশ করিয়াছিল । এই কথা হইতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মঙ্গলদৈ-এর উত্তরে অবস্থিত পার্বত্য নদী বাহিয়া, কল্যাণী নদী দিয়া ভাটী দিকে আসিয়া গাহে রাজার নগর পাইয়াছিল ।

আরও একটি কথা – বেহুলা নৃত্যে দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত পতিকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিল । অদ্যাপিও, হরিলিঙাদি মঙ্গলদৈর উত্তরে অবস্থিত মৌজার কছারী জাতির মেয়েরা ও মহিলাগণের মধ্যে এই নৃত্য প্রথা এখনও প্রচলিত আছে । মঙ্গলদৈর শতকরা ১০ জন পদ্মাভক্ত । প্রায় দুই চারি ঘর মহাপুরুষীয়া[৮] মানুষ ছাড়া প্রায় সকল হিন্দু ঘরেই পদ্মাপূজা করে । ভারত এমন কি আসামের কোন স্থানে এত পদ্মার পূজার প্রচলন নাই ।

মঙ্গলদৈর অন্তর্গত দিশীনা মৌজার অন্তর্গত পদ্মা দেবালয় ও পুষ্করিণী এখনও আছে । এখনও উক্ত দেবালয়ে প্রতি বৎসর চারিদিকের হিন্দুরা আসিয়া ৫।৭ ধরিয়া পদ্মা পূজা করে । মঙ্গলদৈতে মন্ত্রের সাহায্যে সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়া মানুষকে পুনর্জীবিত করা ওঝা|বৈদ্য এখনও আছে । উপরোক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আসামীয়া গবেষকগণ মনে করেন যে বেহুলা দেবীর জন্মস্থান ছিল মঙ্গলদৈ ।

তদুপরি ছয়গাঁও বা চম্পানি নগরের মেরঘর ও চণ্ডিকাদেবীর মন্দির, কালিন্দ্রী সাগর বা কালীয় সাগর, চান্দ দুবি ইত্যাদি স্থানগুলির নাম হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে চান্দ ও বেহুলা আসামীয়া ছিলেন । অতীত কালে এখানে অস্ট্রিক জাতি বাস করিত । এই অস্ট্রিক মানুষের মধ্যে এখনও সর্পপূজার প্রচলন আছে । আবার চণ্ডিকা দেবালয়ের নন্দীর শিলামূর্ত্তি, হরগৌরীর মূর্ত্তি এবং দশভুজা সিংহবাহিনীর শিলামূর্ত্তি এই মন্দিরের প্রাচীনত্বের সাক্ষর বহন করে । এই সমস্ত কিছুর উপর ভিত্তি করিয়া আসামীয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে চান্দো-বেহুলা আসামের অধিবাসী এবং নারায়ণদেবও আসামীয়া ছিলেন । কালীরাম মেধি লিখিয়াছেন–

"সুকবি নারায়ণদেৱে শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱতকৈ বয়সত সরু আছিল। আনকি চৈতন্য দেৱতকৈও শিচর আছিল, কিয়নো তেওঁ লিখা পুথিত চৈতন্য দেৱলৈ করা বন্দনার যোগ আছে। হাচান হুচেন আরু পদ্মাৱতীর মুখরো উল্লেখ আছে।"
পূর্বেই বলা হইয়াছে নারায়ণদেব দরঙ-এর ধর্মনারায়ণদেবের দিনের কবি; সুতরাং শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পরবর্তী কবি তাহাতে সন্দেহ নাই।[১০]

পাদটীকা

১. শ্রীদেবচন্দ্র তালুকদার সম্পাদিত — সুকনান্নী পদ্মাবলী, গুয়াহাটী, ১৩৭২।

২. ড: দীনেশ চন্দ্র সেন — বৃহৎ বঙ্গ।

৩. Bengali Language and Literature, Ch. IV, P. 283.

৪. স্কন্দপুরাণ — প্রভাস খণ্ড, প্রভাস ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, ২ অধ্যায়।

৫. সুকনান্নী — প্রাগুক্ত, পৃ ৪

৬. প্রাগুক্ত — পৃ ৮

৭. শ্রীদীনেশ্বর শর্মা — মঙ্গলদৈর বুরঞ্জী, গুয়াহাটী ১৯৭৪।

৮. আসামের নববৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেব এবং তাহার শিষ্য মাধবদেবকে মহাপুরুষ বলা হয়। তাহাদের ধর্মমত গ্রহণকারী মানুষদের মহাপুরুষীয়া ধর্মাবলম্বী মানুষ বলা হয়।

৯. কালীরাম মেধি — অসমীয়া ব্যাকরণ আরু ভাষাতত্ত্ব — গুয়াহাটী।

১০. সুকনান্নী - প্রাগুক্ত